সংবাদ
তারিখ 13 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

গঙ্গার পানি ঃ ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি সই

❑ বাংলাদেশ পাবে কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক ❑ প্রবাহ কমে গেলে সমঝোতা করে বাটোয়ারা হবে

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউজের মোঘল ডাইনিং হলে আড়ম্বরপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে গতকাল বৃহস্পতিবার গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে বাংলাদেশ–ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি সই হয়েছে।

ভারতীয় সময় ১১টা ২৫ মিনিটে ৩০ বছরমেয়াদি এই চুক্তিতে সই করেন দু'প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শেখ হাসিনা ও ভারতের এইচ ডি দেব গৌড়া। ঐ চুক্তির ফলে ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশ ফারাক্কা বাঁধ থেকে কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। তাছাড়া ফারাক্কা বাঁধে পানির প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমানভাবে তা বন্টন হবে। কিন্তু পানির প্রবাহ যদি ৭৫ হাজার কিউসেক হয় তাহলে ভারত পাবে ৪০ হাজার কিউসেক এবং বাকি অংশ পাবে বাংলাদেশ।

চুক্তিটি সইয়ের পর থেকেই কার্যকর হয়েছে এবং ৩০ বছরের মেয়াদ শেষ হবার পর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিটি নবায়ন করা যাবে। চুক্তিতে পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত সময়ে ১৫ দিন পিরিয়ডের পানি বন্টনের ফর্মুলা বের করা হয়েছে। ১৯৪৯ সাল থেকে ৪০ বছরের মোট পানি প্রবাহের গড় হিসেব করে এই ফর্মুলা গ্রহণ করা হয়েছে।

দু'দেশের প্রণয়ন করা তিন ধারার (পয়েন্ট) ফর্মুলার ওপর ভিত্তি করে এই চুক্তি করা হয়েছে। এর আওতায় পানির প্রবাহ যদি ৭০ হাজার কিউসেক অথবা এর কম থাকে তাহলে বাংলাদেশ কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক অথবা ৫০ শতাংশ পানি পাবে। দশ দিনের পিরিয়ডে যদি কোন সময় ফারাক্কার পানির প্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেকের কম হয় তাহলে দুই সরকার ন্যায্যতা, সততা আর কোন পক্ষের প্রতি ক্ষতি নয়– এই মূলনীতির ভিত্তিতে পরিস্থিতি জরুরিভাবে মোকাবেলা করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠক করবে।

চুক্তিতে দুই সরকারের মনোনীত সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

এই যৌথ কমিটি ফারাক্কা এবং হার্ডিঞ্জ সেতুতে উপযুক্ত টিম পাঠাবে। তারা হার্ডিঞ্জ সেতুর পাশাপাশি ফারাক্কার নিচ দিয়ে প্রবাহিত পানির প্রবাহ দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড করবেন। ফারাক্কার ফিডার ক্যানেল ও নেভিগেশন লক–এ পানির প্রবাহ রেকর্ড করা হবে। চুক্তির আওতায় দুই সরকার পাঁচ বছর অন্তর পানির হিস্যার ব্যাপারে পর্যালোচনা করতে পারবেন। কিন্তু কোন পক্ষ চাইলে ও সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন পড়লে এই সময়ের আগেও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যাবে। ন্যায্যতা, সদাচরণ আর কোন পক্ষের প্রতি ক্ষতি নয়, এই নীতিমালার ভিত্তিতেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন এবং হিস্যা ব্যবস্থার কার্যকারিতার ব্যাপারে কোন পক্ষ চাইলে দু'বছর পর প্রথম পর্যালোচনা বৈঠক আহ্বান করতে পারবে।

ঐতিহাসিক চুক্তিটির মূল পাঠ বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। অবশ্য কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে ইংরেজিতে লেখা পাঠই গ্রহণ করা হবে।

এই চুক্তিটি সইয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে সময় লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট। অতিথিরা ২৫ মিনিট ধরে গভীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুক্তি সই করার জন্য হাসিমুখে ডাইনিং হলে প্রবেশ করেন। তার পরনে ছিল সাদা রঙের জামদানি শাড়ি। সই করার পর দুই প্রধানমন্ত্রী একে অপরের প্রতি যখন শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তখন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই তুমুল করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (রঃ) দরগায় যান। সেখানে তিনি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) ও হযরত আমীর খসরুর (রঃ) মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন। গঙ্গার পানি ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৮

নয়াদিল্লীতে বৃহস্পতিবার গঙ্গার পানি বন্টন সংক্রান্ত চুক্তি সই করার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া দলিল বিনিময় করেন। –ইউএনবি/এএফপি

গঙ্গার পানি ঃ ৩০ বছর চুক্তি

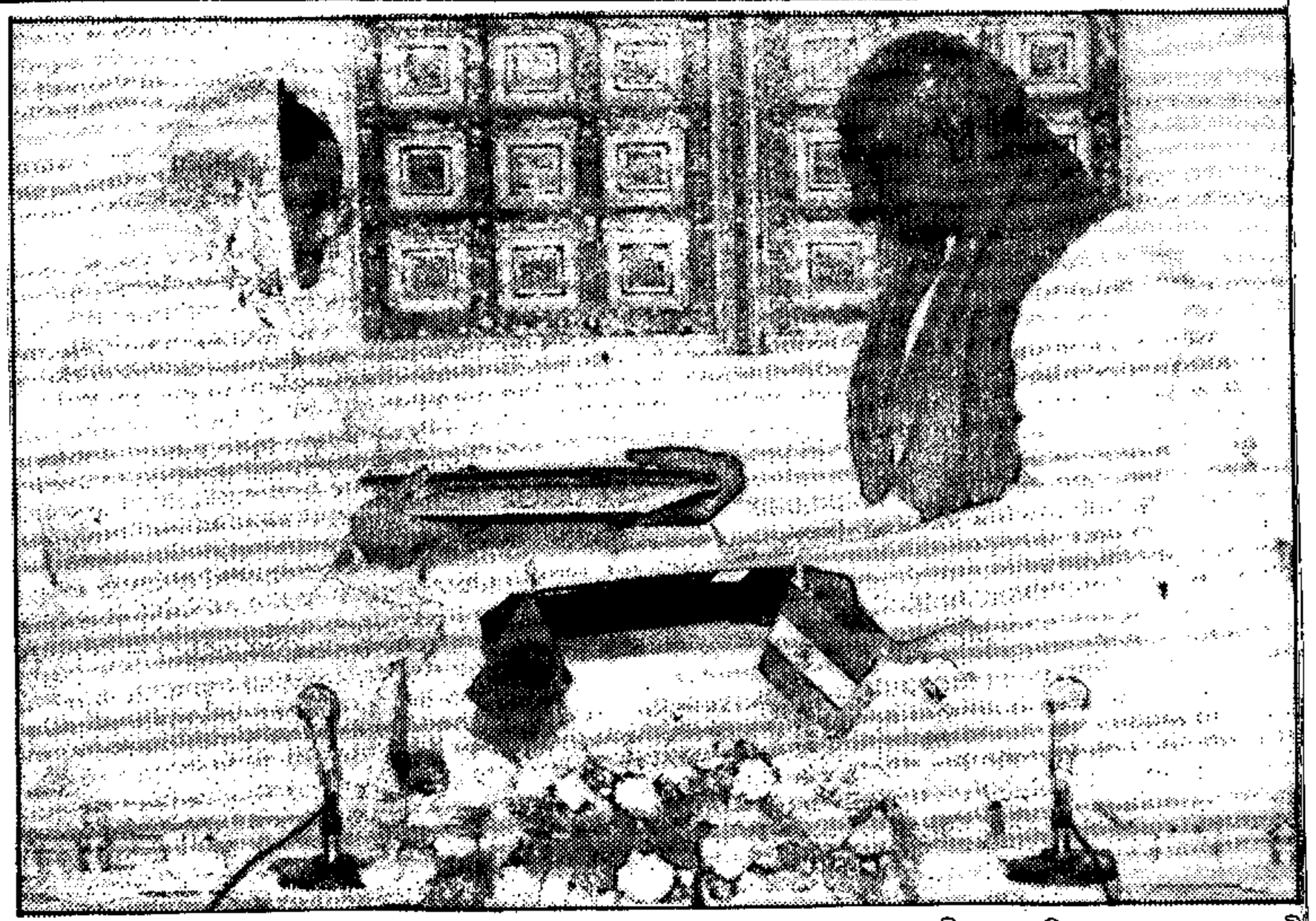

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ ও দেশের জনগণের শান্তি, অগ্রগতি আর সমৃদ্ধি কামনা করে প্রধানমন্ত্রী সেখানে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন।

এই চুক্তি সইয়ের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া দ্বিতীয় দফা একান্ত বৈঠক করেন। বৈঠকের পরপরই দু' প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে পানি বন্টন চুক্তিতে সই করেন। এ সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, পানি সম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, প্রধানমন্ত্রীর সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, পানি সম্পদ সচিব ডঃ শামসুল হুদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে গুজরাল, পানিমন্ত্রী জ্ঞানেশ্বর মিশ্র, পররাষ্ট্র সচিব সালমান হায়দার, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রমুখ।

চুক্তি সইয়ের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমি খুব খুশি, এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এই চুক্তির ফলে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

চুক্তি সইয়ের পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া লোকসভায় চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য চলে যান। লোকসভায় তিনি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির বিষয়টি উত্থাপন করেন। লোকসভায় বিরোধীদল এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি। বিরোধীদলীয় নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছেন, 'এখন কোন মন্তব্য করবো না। চুক্তিটি দেখার পরে বলবো। তবে ভালই হয়েছে, গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির ফলে দু'দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস (আই) সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী গঙ্গা চুক্তির ব্যাপারে আপত্তি তুললেও তার প্রতিবাদ তেমন গুরুত্ব পায়নি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুক্তিতে সই করার পর নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং রাষ্ট্রপতির দেয়া এক মধ্যাহ্ন ভোজসভায় যোগদান করেন।

ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীরা ছাড়াও ভারতের কংগ্রেস (আই) সভাপতি সিতারাম কেশরী, চন্দ্র শেখর, জ্যোতি বসু, সোনিয়া গান্ধীসহ অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিকেল ৩টায় বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হয় দু' প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কথা মনে পড়ছে। তাকে '৭৫ সালে নির্মমভাবে হত্যা করার সময় আমাদেরকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, '৭১–এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও ভারত আমাদের পাশে ছিল। কাজেই বাংলাদেশ–ভারতের বন্ধন রক্তের।

সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া বলেন, এই চুক্তি সইয়ের [illegible] দিয়ে দু' দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ [illegible] সুদৃঢ় হবে। আঞ্চলিক ও [illegible] ক্ষেত্রেও নতুন ধারা [illegible] বলেন, আমরা মনে করি [illegible]মাদের অকৃত্রিম বন্ধু।